DEC 0 1 2001

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ৭ ...

অর্থ বরাদ্দ নেই

মৌলভীবাজারের রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সংস্কার করা যাচ্ছে না

শ্রীমঙ্গল সংবাদদাতা ।। মৌলভীবাজার জেলার রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নিয়মিত সংস্কার কাজ প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের অভাবে সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। সরকারী অর্থে অবকাঠামো নির্মাণের পর বিদ্যালয়ের ঘর, দরজা-জানালা, বেঞ্চ-ডেস্ক প্রভৃতির প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার করার জন্য পরবর্তীতে আর কোন সরকারী মঞ্জুরী না পাওয়ার কারণে এসব বিদ্যালয় ক্রমান্বয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ছে। সারা জেলায় রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০৫টি। এর মধ্যে মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় ১৫, শ্রীমঙ্গলে ২৭, কুলাউড়াতে ৪৬ বড়লেখাতে ৪০, কমলগঞ্জে ৫৪ ও

(১০ম পৃঃ দ্রঃ)

মৌলভীবাজারের

(৯ম পৃঃ পর)

রাজনগর উপজেলায় ২৩টি বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্থাপিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতিদানের পর সরকারী অর্থে প্রায় ৫ লাখ টাকা ব্যয় করে এসব বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ করা হয়। এ প্রকল্পে ভবন নির্মাণের পর বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনের ৯০ শতাংশ সরকারী তহবিল হতে প্রদানেরও ব্যবস্থা রয়েছে। শিক্ষা বিভাগীয় সূত্র জানায়, স্কুল ভবন নির্মাণ করে দেয়ার পর এর মেরামত ও সংস্কার কাজের জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দের কোন ব্যবস্থা নেই। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য নিয়মিত অর্থ বরাদ্দ পাওয়া গেলেও রেজিষ্টার্ড বিদ্যালয়গুলো এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এর ফলে প্রায় ১০ বছর আগে নির্মিত অনেক বিদ্যালয়ের ঘর ও দরজা-জানালা ইতিমধ্যে ভেঙ্গে পড়লেও এগুলো মেরামত করা যাচ্ছে না। এসব বিদ্যালয়ের কোন কোনটিতে বেঞ্চ, ডেস্ক প্রভৃতির অবস্থাও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। জেলার বিভিন্ন স্থানে রেজিষ্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটিতে জীর্ণতার ছাপ পড়েছে। উপজেলা শিক্ষা অফিসে বিদ্যালয় কমিটি বা প্রধান শিক্ষক বারবার ধর্ণা দিচ্ছেন। কিন্তু স্থানীয় শিক্ষা বিভাগও কিছুই করতে পারছে না। আশংকা করা হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার কাজের জন্য সরকারী অর্থ বরাদ্দের স্থায়ী কোন ব্যবস্থা না হলে সবগুলি বিদ্যালয় ধীরে ধীরে জরাজীর্ণ হয়ে পড়বে এবং ৬০ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়ার পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হবে।